লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার,১৫ জুলাই ২০১৮
Siliguri•Sunday•July 15, 2018
Arthik Lipi, Page 3

ছাত্র আন্দোলনের চাপের মুখে মেধাতালিকা প্রকাশ করল প্রেসিডেন্সি

কাউন্সেলিং ফি কমানোর দাবিতে অব্যাহত বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোর্টার : ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে অবশেষে মেধাতালিকা প্রকাশ করল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। ভর্তিতে অস্বচ্ছতার অভিযোগ এনে মেধাতালিকা প্রকাশের দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেন সেখানকার পড়ুয়ারা। শনিবার সকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে পড়ুয়ারা অর্ধেক জয় দেখছেন। তবে কাউন্সেলিং ফি কমানোর দাবিতে তারা আন্দোলনে অনড় রয়েছেন।

গত কয়েকদিন ধরে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাউন্সেলিং ফি এবং মেধাতালিকা প্রকাশের দাবিতে সরব হয় এসএফআই। তাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করে এআইএসএ এবং আইসি। পড়ুয়াদের যৌথ কর্মসূচিতে আন্দোলনের ঝাঁঝ বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বদলের ইঙ্গিত আসে। পড়ুয়াদের আন্দোলন তুলে নিতে বলেন রেজিস্ট্রার। কিন্তু বিক্ষোভকারী ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়ে দেন, দু'টি দাবি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত ঘেরাও কর্মসূচি চলবে। গান, মিছিল এবং বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস।

এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন,''স্বচ্ছতার দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলছে। জয়েন্ট বোর্ডের কথা বলে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হচ্ছিল না। ভাল লাগছে,দেরিতে হলেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ পক্ষ। ফি না কমানো পর্যন্ত ঘেরাও কর্মসূচি চলবে।''

যদিও শনিবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে মেধাতালিকা প্রকাশের পর রেজিস্ট্রার দেবজ্যোতি কোনার বলেন, ''পড়ুয়াদের শুভবুদ্ধি হোক। পড়াশোনার পরিবেশ ফিরে আসুক।''

গত বছরে প্রেসিডেন্সিতে কাউন্সেলিংয়ের ফি ছিল একশো টাকা। এ বছর ফি বৃদ্ধি পেয়ে পাঁচগুণ হয়েছে। তার পাশাপাশি মেধাতালিকাও প্রকাশ না করেই পড়ুয়াদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য ডাকা হচ্ছিল। আন্দোলনকারীদের যুক্তি কে কত নম্বরের ভিত্তিতে কাউন্সেলিংয়ে ডাক পাচ্ছে, তা কেউ জানতে পারছেন না। মেধাতালিকা প্রকাশ করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা সামনে আসবে। অনেক গরিব পড়ুয়া ভাল নম্বর পেয়ে পড়তে আসেন। তাদের থেকে কেন পাঁচশো টাকা কাউন্সেলিং ফি নেওয়া হবে? যারা সুযোগ পাচ্ছেন না, তাদের থেকে কেন এই টাকা নেওয়া হবে? এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ফি বৃদ্ধির বিষয়টি জয়েন্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত। কাউন্সেলিং ফি কমানোর দাবিতে পড়ুয়ারা তাদের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন। তাদের বক্তব্য, মেধাতালিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অর্ধেক জয় হয়েছে। এখনও লড়াই বাকি, কাউন্সেলিং ফি কমাতেই হবে। ছাত্রদের দাবি, চাপের মুখে পড়েই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে বলেই মেধাতালিকা প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃ পক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, মেরিট লিস্ট প্রকাশের জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের সম্মতি পাওয়া গেছে। পাশাপাশি উপাচার্য সম্মতি দিয়েছেন। তাই ওয়েবসাইটে মেরিট লিস্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ফি কমানোর দাবি প্রসঙ্গে রেজিস্ট্রারের বক্তব্য, ফি কমানোর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে যেটা আছে সেই প্রস্তাবই ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া হয়েছে। কারণ এর বাইরে আমরা যেতে পারব না।

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করলেন যাদবপুরের উপাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার : পদত্যাগের জল্পনার মধ্যেই রাজ্যপাল তথা আচার্যের সঙ্গে দেখা করলেন যাদবপুরের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। শনিবার তিনি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গে বৈঠক করেন। আপাতত সুরঞ্জন দাস পদত্যাগ করছেন না বলেই সূত্রের খবর। রাজ্যপাল তাঁকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকে ভর্তির ক্ষেত্রে যাদবপুরে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই সেই পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আইনি জটিলতা দেখিয়ে সেই পরীক্ষা স্থগিত করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা। সেই বিক্ষোভের পর বিশ্ববিদ্যালয় নতুন করে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার কথা জানায়। ২৭ জুন কর্মসমিতির বৈঠকে ঠিক হয়, ৫০:৫০ ফর্মুলায় প্রবেশিকা পরীক্ষা ও নম্বরের উপর মেধা তালিকা তৈরি করে ভর্তি নেওয়া হবে। তাতে রাজি হয়ে যান পড়ুয়ারা। কিন্তু ৪ জুলাই কর্মসমিতির বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রবেশিকা পরীক্ষা এ বছরের জন্য বন্ধ থাকবে। নম্বরের ভিত্তিতেই ভর্তি নেওয়া হবে। তারপর থেকেই নতুন করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। তারা অনশনেও বসেন। শেষমেশ আন্দোলনের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনলে বিক্ষোভ তুলে নেন পড়ুয়ারা। তারপর অনেকটাই চেনা ছন্দে যাদবপুর। কিন্তু লাগাতার ছাত্র বিক্ষোভে অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল উপাচার্য সুরঞ্জন দাসকে। উপাচার্য পদে অব্যাহতি চাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশও করেন। তারপর থেকেই জল্পনা শুরু হয়, সুরঞ্জন দাস উপাচার্য পদে ইস্তফা দিতে পারেন। বিশেষ করে তিনি যখন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলেন সেই সময়ই জল্পনা জোরালো হয়। শুক্রবারই রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন সুরঞ্জনবাবু। কিন্তু শুক্রবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজ্যপাল কেশরী নাথ ত্রিপাঠী। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর রাজ্যপালকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাই শনিবার সুরঞ্জনবাবু রাজভবনে যান রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সূত্রের খবর, যাদবপুরের পরিস্থিতি নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হলেও রাজ্যপালের কাছে সুরঞ্জনবাবু পদত্যাগের ব্যাপারে কিছুই বলেননি। মনে করা হয়েছিল, রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে সুরঞ্জন দাস পদত্যাগপত্র তুলে দেবেন। তেমনটা হয়নি। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে রাজভবন থেকে বেরিয়ে আসার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কিছুই জানাতে রাজি হননি। শুধু বলেন, 'গোপন বৈঠক ছিল। বলার মতো কিছুই নেই।' তবে সূত্রের খবর, উপাচার্য রাজ্যপালকে বলেছেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। মানসিক চাপ নিতে চিকিৎসকরা তাঁকে বারণ করেছেন। চিকিৎসকদের নির্দেশ মতো চলার পরামর্শ দিয়েছেন উপাচার্যকে।

মহিলা চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যুতে নয়া মোড়

স্টাফ রিপোর্টার : শহরে মহিলা চিকিৎসকের রহস্যমৃত্যুর ঘটনার তদন্তে নয়া মোড়। মে মাসে রহস্যজনকভাবে সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ে নিজের বাড়িতে চিকিৎসক চান্দ্রেয়ী দাস চৌধুরির দেহ উদ্ধার হয়। গত ১০ জুলাই তার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়েছে পুলিশ। সূত্রের খবর, সেই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে তাঁকে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই জোরকদমে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

কলকাতার মেঘনাদ সাহা সরণিতে মা ও ভাইয়ের সঙ্গে থাকতেন ৪৮ বছরের চান্দ্রেয়ী দাস চৌধুরি। পেশায় চিকিৎসক ওই মহিলাকে গত ২২ মে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। মামলা রুজু হয় রবীন্দ্র সরোবর থানায়। তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু কীভাবে ওই মহিলার মৃত্যু হল, এই নিয়ে ধন্দে ছিলেন তদন্তকারীরা।

জানা গিয়েছে, ভাই-ই প্রথম চান্দ্রেয়ীদেবীকে অচেতন অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ওই মহিলা চিকিৎসক টালিগঞ্জের একটি নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যদিও মৃত্যুর বেশ কয়েক সপ্তাহ আগেই সেই নার্সিংহোমে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন তিনি। যে ঘরে চান্দ্রেয়ীকে উদ্ধার করা হয় সেই ঘরের দরজা খোলা ছিল। যদিও মেন গেট বন্ধ ছিল বলেই তদন্তে পুলিশ জানতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর দিশা দেখতে পেয়েছেন তদন্তকারীরা। তারা মনে করছেন, গলা টিপেই খুন করা হয়েছে চান্দ্রেয়ীদেবীকে। নতুন করে মেঘনাদ সাহা সরণির ওই বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। মৃতার মা ও ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে। কী কারণে মহিলা চিকিৎসককে খুন হতে হল, তা তদন্ত করে দেখছেন তদন্তকারীরা। ৩০২ ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুম্বই পুলিশের হেফাজত থেকে পালাল ভারতী ঘোষের দেহরক্ষী সুজিত মণ্ডল

স্টাফ রিপোর্টার : মুম্বই পুলিশের হেফাজত থেকে পালাল সুজিত মণ্ডল। প্রতারণা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ভারতী ঘোষের দেহরক্ষী হল এই সুজিত মণ্ডল। তার খোঁজ চালাচ্ছিল সিআইডি। শুক্রবার সিআইডি-র আবেদনের পর মুম্বইয়ের লোকমান্য তিলক মার্গ পুলিশ স্টেশনে সুজিতকে আটক করা হয়। রাতের বিমানে সিআইডি-র আধিকারিকরা মুম্বই রওনা দেন। যদিও সেখান থেকে তাদের খালি হাতেই ফিরতে হয়। কারণ, রাত ১১টা ১০ নাগাদ সুজিত মুম্বই পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়ে যায়।

সোনা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে এ বছরের ৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর দাসপুর থানায় চন্দন মাজি নামে এক ব্যবসায়ী অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা শুরু করে মেদিনীপুর জেলা পুলিশ। তবে প্রথমে সেই এফআইআর-এ ভারতী এবং তার দেহরক্ষীর নাম ছিল না। পরে এই মামলার তদন্তভার নেয় সিআইডি। মামলায় ছ'জনকে গ্রেফতার করে সিআইডি। তাদের মধ্যে চারজন পুলিশ অফিসার। দাসপুরের ব্যবসায়ী বিমল গড়াই এবং ভারতী ঘোষের একটি ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার রাজমঙ্গল সিংকেও গ্রেফতার করা হয়। এরপর অভিযুক্তদের বয়ান ও গোপন জবানবন্দির উপর ভিত্তি করে মামলায় ভারতী এবং তার দেহরক্ষী সুজিতের নাম যুক্ত করা হয়। ২৯ জুন ভারতী ঘোষ সহ ন'জনের নামে ঘাটাল মহকুমা আদালতে ১১১ পাতার চার্জশিট পেশ করে সিআইডি। চার্জশিটে ভারতী ঘোষ ও তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী সুজিত মণ্ডলকে ফেরার উল্লেখ করা হয়। এক বিবৃতিতে সিআইডি'র তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাতে তাদের কাছে খবর আসে প্রতারণার মামলায় এক সাক্ষী স্বপনকে গত কয়েকদিন ধরেই ফোনে হুমকি দিচ্ছে সুজিত মণ্ডল। স্বপন নামে ওই সাক্ষীকে হুমকি দিয়ে সুজিত বলে, সোনা প্রতারণা মামলার অভিযোগকারী চন্দন মাজির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করতে হবে। না হলে তার বিরুদ্ধেই সে মিথ্যা মামলা করবে। চন্দনের মারফত সিআইডি'র আধিকারিকরাও গোটা ঘটনাটি জানতে পারেন। তারা এও জানতে পারেন, শুক্রবার সম্ভবত চন্দন লোকমান্য তিলক মার্গ থানায় হাজির হয়েছে অভিযোগ দায়ের করতে।

রশিতে টান...

রথযাত্রা উৎসবে শামিল দিলীপ ঘোষ।

রথের দড়িতে টান মন্ত্রী জাভেদ খানের।

রথযাত্রায় শিবমন্দিরের খুঁটি পুজোয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও পুরসভার চেয়ারপার্সন মালা রায়।

শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে সুজিত বসু ও অভিনেত্রী শুভশ্রী।